দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

নান্দাইলে ভুল প্রশ্নে সেটে এসএসসি পরীক্ষা

১৭শ' পরীক্ষার্থী অনিশ্চয়তায়

■ নান্দাইল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলায় গতকাল বৃহস্পতিবার ভুল সেটে চলমান এসএসসি পরীক্ষা নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহানুর আলম। কর্তৃপক্ষের চরম গাফলতির কারণে ভুল সেটে পরীক্ষা গ্রহণ করায় প্রায় ১৭০০ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে রসায়ন, পৌরনীতি ও ব্যবসা উদ্যোগ বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশে 'ক' সেটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নান্দাইল চন্ডীপাশা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রসহ তিনটি কেন্দ্রে 'খ' সেটে পরীক্ষা নেয়া হয়। ওই কেন্দ্রগুলো হল নান্দাইল পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খুররম খান চৌধুরী কলেজ ও বরিল্যা কে এ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। ওই কেন্দ্রগুলো থেকে রসায়ন বিষয়ে ৪৪৩, পৌরনীতি বিষয়ে ৭৯৩ ও ব্যবসা উদ্যোগ বিষয়ে ৪৬১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে।

কেন্দ্র সচিব ও নান্দাইল চন্ডীপাশা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নাজির উদ্দিন আহম্মদ বলেন, শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী প্রশ্ন বিতরণের সময় আমাদের ভুল হওয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীপুরে ২০১৪ সালের প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ

শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা জানান, শ্রীপুরের মাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ে ২০১৪ সালের প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এঘটনায় কেন্দ্র সচিব, সহকারী সচিব, দুই কক্ষ পরিদর্শক, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ ৫ জনকে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

নান্দাইলে ভুল প্রশ্ন

২০ পৃষ্ঠার পর

বহিস্কার করা হয়েছে। পরীক্ষার্থী ও উপজেলা নির্বাহী অফিস সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের পরীক্ষা চলাকালে মাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ২০ ছাত্র/ছাত্রীকে ২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষার্থীরা ওই প্রশ্নে পরীক্ষা সম্পন্ন করে। বিকালে বিষয়টি জানাজানি হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঘটনাটি তাৎক্ষনিকভাবে তদন্ত করেন। এর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় কেন্দ্র সচিব মাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: শাহজাহান সিরাজ, সহকারী সচিব ও বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোখলেছুর রহমান, কক্ষ পরিদর্শক ইসলাম উদ্দিন ও মকবুল হোসেনকে বহিস্কার করেন। বিদ্যালয়ের অপর সহকারী প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশিদকে কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হয় ওই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এএসএম মুয়ীদুল হাসানকে। এ ঘটনায় অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের তদন্ত পূর্বক বহিস্কার করা হয়েছে। ছাত্র/ছাত্রীদের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রোল নম্বরসহ বোর্ডে একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।